কানাডাতে ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর সেকুলার বাংলাদেশ এর আ প্রকাশ

গত ১৪ আগস্ট কানাডার টরন্টোতে ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি এর আদর্শ এবং কার্যক্রমকে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার আরেকটি পদক্ষেপ হিসেবে - ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম ফর সেকুলার বাংলাদেশ,কানাডা চ্যাপ্টার- নামে একটি সংগঠন এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। টরন্টোর বাঙালী অধ্যুষিত ড্যানফোর্থ এলাকার বাংলাদেশ সেন্টারে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্বে গঠিত আহবায়ক কমিটি প্রধান মোহাম্মদ শরিফুল্লাহ। তিনি নতুন কমিটির সিডেন্ট হিসেবে সেলিম সামাদ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নাহিদ কবির কাকলীর নাম ঘোষণা করেন। ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল নতুন কমিটি গঠনের উদ্দ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নাহিদ কবির কাকলীর উপর যে   দায়িত্ব দিয়েছেন সেই চিঠিটি তিনি পড়ে শোনান। নিউইর্য়ক থেকে আল-আমিন বাবু টেলিফোন এ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নতুন কমিটির সাফল্য কামনা করেন এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এর আর্দশের পথ ধরে ঘাতকদের বিচার এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ২৫শে মার্চ কে ''গণহত্যা দিবস'' ঘোষণার দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং নতুন কমিটি যাতে অন্যান্য দেশের কমিটিগুলোর সাথে সম্মিলিত চেষ্টায় এই দাবি বাস্তবায়ন করতে পারেন তার উপর   আরোপ করেন। নাহিদ কবির কাকলী শুরুতেই জাতীর জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার ভয়াবহ রাতের কথা বলে, জেলে নিহত চার জাতীয় নেতা এবং ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাইকে এক মিনিট নিরবতা পালন করতে বলেন।

এরপর সেলিম সামাদ ও নাহিদ কবীর কাকলী পূণার্ঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটিতে যারা রয়েছেন- উপদেষ্টা মন্ডলী ঃ আজিজুল মালিক, দিনু বিল্লাহ, নাসিরউদ্দোজা, শরিফ উল্লাহ, ফজিলাতুন নেছা বাবলি, ডাঃ সুবোধ চন্দ্র সাহা,আকতার হোসেন, বিদ্যুত সরকার, তুষার গায়েন, সভাপতি ঃ সেলিম সামাদ, সহ সভাপতি ঃ শেখর ই গোমেজ, সৌমেন সাহা, সাধারণ সম্পাদক ঃ নাহিদ কবির কাকলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ আশফাক মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ শহিদুল ইসলাম মিন্টু, দপ্তর সম্পাদক ঃ আমিনুল ইসলাম খোকন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ঃ মারুফ আবদুল্লাহ, সংস্কৃতি ও আর্ন্তজাতিক

সম্পাদক ঃ মৌসুমী কাদের, নির্বাহী সদস্য ঃ মমতাজ আহমেদ, ভজন সরকার, সদস্য ঃ আহমেদ হোসেন, দেলোয়ার এলাহী, ফারিন হোসেন, ফারহানা পল্লব, গোলাম মোহাম্মদ, ইকবাল হাসান, খালেদ চৌধুরী, কথা, মেরী হাওলাদার, মাসুম রহমান, মেহমুদ রেহমান, মঞ্জুলি কাজী, নাঈম হাসান, ওমর ফারুক, কামরুল হক মিঠু, রাহুল সাহা, রবার্ট বৈদ্য, শওগাত আলী সাগর, সুব্রত নন্দী, সৈয়দ ইকবাল, তৃনা হাসান ও ভিক্টোর গোমেজ। শেষে সবাই দাড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং আর্ন্তজাতিকভাবে ''গণহত্যা দিবস'' ঘোষণার দাবিকে জোরদার করার লক্ষ্যে একমত হবার মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।